ফয়যানে দরূদ

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله
وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আবু হোরায়রা رضی اللّٰہ تعالٰی عنہ হতে বর্ণিত; হুযুর তাজেদারে মদীনা صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ واٰلہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে (ব্যক্তি) আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন। (মুসলিম, ১৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯১২)

বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ
الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِى الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ
وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় সে তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

সমস্ত গুনাহের ক্ষমা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رضی اللّٰہ تعالٰی عنہ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ واٰلہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

রহমতের ৭০টি দরজা

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কউলুল বদী, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَّا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رضی اللہ تعالٰی عنہما থেকে বর্ণিত, মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর صَلَّی اللہ تَعالٰی عَلَیْہِ واٰلہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

"এ দোয়া পাঠকারীর জন্য ৭০ জন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ

صَلَاةً دَآئِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী عليه رحمة الله الهادى কতিপয় বুযুর্গদের কাছ থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করার দ্বারা ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

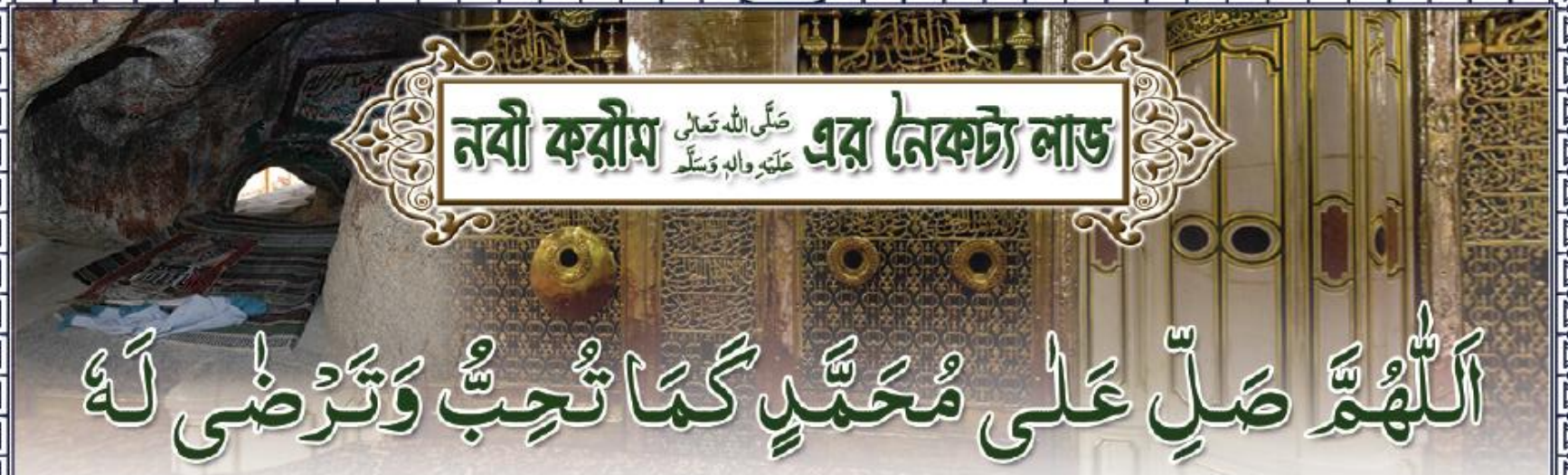

নবী করীম صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ واٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য লাভ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলেন তখন প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ واٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رضى اللّٰه تعالٰى عنه এর মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবায়ে কিরামগণ رضى اللّٰه تعالٰى عنهم খুবই আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন, তখন হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ واٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।"

(আল কউলুল বদী, ১২৫ পৃষ্ঠা)

সবচেয়ে উত্তম দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى
اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ط اَللّٰهُمَّ
بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰل مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى
اِبْرٰهِيْمَ وَ عَلٰٓى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

হযরত আব্দুর রহমান বিন আবি লায়লা رضی اللہ تعالی عنہ বলেন: কা'ব বিন উজরা رضی اللہ تعالی عنہ এর সাথে সাক্ষাৎ হতেই আমাকে বলতে লাগলেন; আমি কি তোমাকে ঐ হাদিয়া দিবো না, যা আমি রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللہُ تعالٰی عَلَیْہِ والہٖ وَسَلَّم হতে শুনেছি। আমি আরয করলাম; কেন পেশ করবেন না! পেশ করুন। তিনি رضی اللہ تعالی عنہ বললেন; আমরা রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللہُ تعالٰی عَلَیْہِ والہٖ وَسَلَّم এর নিকট আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللہُ تعالٰی عَلَیْہِ والہٖ وَسَلَّم! নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক আমাদেরকে (আপনার উপর) সালাম প্রেরণ করা শিক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু আমরা আপনার এবং আহলে বাইতের উপর দরূদ কীভাবে প্রেরণ করবো। তখন রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللہُ تعالٰی عَلَیْہِ والہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: এভাবে বলো ....!

(সহীহ (মুসলিম,২/১৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯১২)

আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব আল্ হাফেয আল্ ক্বারী ইমাম আহমদ রযা খাঁন عَلَیْہِ رَحْمَۃُ الرَّحْمٰن বলেন: সকল দরূদ হতে উত্তম দরূদ এটাই, যা সকল আমল হতে উত্তম (আমল) অর্থাৎ যা নামাযের জন্য নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে (অর্থাৎ দরূদে ইবরাহীম)। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৬/১৮৩)

ক্ষমা ও মাগফিরাত

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَصَلِّ
عَلٰى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ

কোন ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী عليه رحمة الله الكافى কে ইন্তিকালের পর স্বপ্নে দেখলেন এবং অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলেন, তখন তিনি বললেন: আল্লাহ্ পাক এই দরূদ শরীফের বরকতে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। (আফদালুস্ সালাওয়াত আলা সায়্যিদিস সাদাত, ৮১ পৃষ্ঠা)

সম্পদের মধ্যে কল্যাণ ও বরকত

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَعَلَى

الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ

রহুল বয়ানের প্রণেতা বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এই দরূদ শরীফ পড়বে তার ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

(তাফসীরে রুহুল বয়ান, সূরা- আহযাব, আয়াত- ৫৬, ৭ম খন্ড, ২৩৩ পৃষ্ঠা)

স্মরণশক্তি মজবুত হবে

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ

الْكَامِلِ وَعَلٰى اٰلِهٖ كَمَا لَانِهَايَةَ لِكَمَالِكَ وَعَدَدَ كَمَالِهٖ

যদি কোন ব্যক্তির ভুলে যাওয়ার রোগ হয়ে থাকে, তবে যে মাগরীব ও ইশার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে এই দরূদ শরীফটি বেশি পরিমাণে পড়বে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ স্মরণশক্তি মজবুত হবে।

(আফদালুস্ সাদাত আলা সায়্যিদিস সাদাত, ১৯১ ও ১৯২ পৃষ্ঠা)

দ্বীন ও দুনিয়ার নেয়ামত অর্জন করুন

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى

اٰلِهٖ عَدَدَ اِنْعَامِ اللّٰهِ وَاِفْضَالِهٖ

এই দরূদ শরীফ পড়ার দ্বারা দ্বীন ও দুনিয়ার অসংখ্য নেয়ামত অর্জিত হবে। (আফদালুস্ সালাওয়াত আলা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

দরূদে শাফায়াত

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ

عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ واٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যাবে।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩১)

আবে কাওসার পূর্ণ পেয়ালা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَوْلَادِهٖ
وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيّٰتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ وَاَصْهَارِهٖ وَاَنْصَارِهٖ
وَاَشْيَاعِهٖ وَمُحِبِّيْهِ وَاُمَّتِهٖ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ اَجْمَعِيْنَ
يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী عليه رحمة الله القوى বলেন: যে ব্যক্তি হাউজে কাওসার থেকে পূর্ণ পেয়ালা পান করতে চায়, সে যেন এই দরূদ শরীফটি পাঠ করে।

(আশ্ শিফা, ২/৫৭)

এগার হাজারবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ صَلٰوةً اَنْتَ لَهَا اَهْلٌ وَّهُوَ لَهَا اَهْلٌ

হযরত সায়্যিদুনা হাফেজ জালাল উদ্দীন সুয়ুতী শাফেয়ী عليه رحمة الله الكافى থেকে বর্ণিত: এই দরূদ শরীফটি একবার পাঠ করলে এগার হাজারবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব লাভ হয়।

(আফদালুস্ সালাওয়াত আলা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫৩ পৃষ্ঠা)

প্রত্যেক প্রকারের ফিতনা থেকে মুক্তির জন্য

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ ضَاقَتْ حِيْلَتِىْ اَدْرِكْنِىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ

সায়্যিদ ইবনে আবেদীন عليه رَحْمَةُ اللّٰهِ الْمُبِين বলেন: আমি এটাকে মহা ফিতনার সময় পাঠ করলাম, যা দামেশ্‌কে সংঘটিত হয়। এটাকে আমি এখনো দুইশতবারও পড়িনি যে, এমতাবস্থায় আমাকে এক ব্যক্তি এসে খবর দিল যে, ফিতনার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। (আফদালুস্ সালাওয়াত আলা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫৪ পৃষ্ঠা)

এক লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النُّوْرِ
الذَّاتِيِّ وَالسِّرِّ السَّارِيْ فِيْ سَآئِرِ الْاَسْمَآءِ وَالصِّفَاتِ

এই দরূদ শরীফটি যদি একবার পড়া হয়, তাহলে এক লাখ বার দরূদ শরীফ পড়ার সাওয়াব পাওয়া যায়। এছাড়া কারো কোন অভাব দেখা দিলে এই দরূদ শরীফটি ৫০০বার পড়বে, اِن شآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ অভাব পূরণ হবে।

(আফদালুস্ সালাওয়াত আলা সায়্যিদিস সাদাত, ১১৩ পৃষ্ঠা)

দুনিয়া ও আখিরাতের সম্মান

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ بِعَدَدِ
مَا فِىْ جَمِيْعِ الْقُرْاٰنِ حَرْفًا حَرْفًا وَّبِعَدَدِ كُلِّ حَرْفٍ اَلْفًا اَلْفًا

কুরআনুল করীম তিলাওয়াত করার পর যে ব্যক্তি এই দরূদ শরীফটি পাঠ করবে, সে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানি হবে।

(তাফসীরে রুহুল বয়ান, সূরা আহযাব- ৫৬, ৭/২৩৪ পৃষ্ঠা)

চৌদ্দ হাজার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وَّعَلٰى اٰلِهٖ عَدَدَ كَمَالِ اللّٰهِ وَكَمَا يَلِيْقُ بِكَمَالِهٖ

এই দরূদ শরীফটি শুধুমাত্র একবার পড়ার দ্বারা চৌদ্দ হাজারবার দরূদ শরীফ পড়ার সাওয়াব অর্জিত হয়।

(আফদালুস্ সালাওয়াত আলা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫০ পৃষ্ঠা)

দরূদে তুনাজ্জিনা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ
الْاَهْوَالِ وَالْاٰفَاتِ وَتَقْضِىْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا
بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا
بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِى الْحَيَاةِ وَبَعْدَ
الْمَمَاتِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

শায়খ মাজদুদ্দীন ফিরোজাবাদী কামুস প্রণেতা শায়খ হাসান বিন আলী উসওয়ানীর বরাতে বর্ণনা করেনঃ যে ব্যক্তি এই দরূদ শরীফ (দরূদে তুনাজ্জিনা) যে কোন কঠিন মুহূর্তে, বিপদাপদে এক হাজারবার পাঠ করবে, আল্লাহ্ পাক তার বিপদাপদকে দূর করে দিবেন ও তার আশা পূরণ করে দিবেন।

(মাতালেয়ুল মুসার্‌রাত, ৪৭১ পৃষ্ঠা)

আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ

(প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

১৬ সফর ১৪৩৩ হিঃ, ১১-০১-২০১২

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিদারের প্রত্যাশীদের জন্য উপহার

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رُوْحِ مُحَمَّدٍ فِى الْاَرْوَاحِ وَعَلٰى جَسَدِهٖ فِى الْاَجْسَادِ وَعَلٰى قَبْرِهٖ فِى الْقُبُوْرِ

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি এই দরূদ শরীফ পাঠ করবে, সে স্বপ্নে আমার যিয়ারত লাভ করবে এবং যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে আমাকে দেখেছে, সে আমাকে কিয়ামতের দিনও দেখবে। আর যে ব্যক্তি আমাকে কিয়ামতের দিন দেখে নিবে, আমি তার জন্য সুপারিশ করব। আর যাকে আমি সুপারিশ করবো, সে হাউজে কাউছারের পানি পান করবে। আর তার শরীরকে আল্লাহ্ পাক দোযখের উপর হারাম করে দিবেন।

(কাশফুল গুম্মা, আন জামীঈল উম্মাহ, ১ম খন্ড, ৩২৫ পৃষ্ঠা)

দরূদে রযবীয়া

صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

صَلٰوةً وَّسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

এই দরূদ শরীফটি প্রত্যেক নামাযের পর বিশেষ করে জুমার নামাযের পর মদীনায়ে মুনাওয়ারার দিকে মুখ করে একশবার পড়লে অসংখ্য ফযীলত ও বরকত লাভ হয়।

(আল ওযীফাতুল করীমা, ৪০ পৃষ্ঠা)

(বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানে কা'বা শরীফের দিকে মুখ করলে মদীনা শরীফের দিকেও মুখ হয়ে যায়।)

রোগ মুক্তি

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوْبِ وَدَوَآئِهَا
وَعَافِيَةِ الْاَبْدَانِ وَشِفَآئِهَا وَنُوْرِ الْاَبْصَارِ وَضِيَآئِهَا
وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

অযু সহকারে কোন রোগীকে লিখে দিন। তিনি জিহ্বা দ্বারা চাটবেন বা পানিতে মিশিয়ে পান করিয়ে দিন। সুস্থ হওয়া পর্যন্ত এই আমল ধারাবাহিক ভাবে করতে থাকুন। আল্লাহ্ পাকের হুকুমে মৃত্যু ব্যতীত বাকী সকল রোগের ক্ষেত্রে উপকারী।

দরূদে তাজ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَا نَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ التَّاجِ وَالْمِعْرَاجِ
وَالْبُرَاقِ وَالْعَلَمِ ط دَافِعِ الْبَلَآءِ وَالْوَبَآءِ وَالْقَحْطِ وَالْمَرَضِ وَالْاَلَمِ ط
اِسْمُهٗ مَكْتُوْبٌ مَّرْفُوْعٌ مَّنْقُوْشٌ فِى اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ ط سَيِّدِ
الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ ط جِسْمُهٗ مُقَدَّسٌ مُّعَطَّرٌ مُّطَهَّرٌ مُّنَوَّرٌ فِى الْبَيْتِ

وَالْحَرَمِ ط شَمْسِ الضُّحٰى بَدْرِ الدُّجٰى صَدْرِ الْعُلٰى نُوْرِ الْهُدٰى كَهْفِ الْوَرٰى

مِصْبَاحِ الظُّلَمِ ط جَمِيْلِ الشِّيَمِ ط شَفِيْعِ الْاُمَمِ ط صَاحِبِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ ط

وَاللّٰهُ عَاصِمُهٗ وَجِبْرِيْلُ خَادِمُهٗ وَالْبُرَاقُ مَرْكَبُهٗ وَالْمِعْرَاجُ سَفَرُهٗ

وَسِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى مَقَامُهٗ وَقَابَ قَوْسَيْنِ مَطْلُوْبُهٗ وَالْمَطْلُوْبُ مَقْصُوْدُهٗ

وَالْمَقْصُوْدُ مَوْجُوْدُهٗ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ شَفِيْعِ الْمُذْنِبِيْنَ

اَنِيْسِ الْغَرِيْبِيْنَ رَحْمَةٍ لِّلْعَالَمِيْنَ رَاحَةِ الْعَاشِقِيْنَ مُرَادِ الْمُشْتَاقِيْنَ

شَمْسِ الْعَارِفِيْنَ سِرَاجِ السَّالِكِيْنَ مِصْبَاحِ الْمُقَرَّبِيْنَ مُحِبِّ الْفُقَرَآءِ

وَالْغُرَبَآءِ وَالْمَسَاكِيْنِ سَيِّدِ الثَّقَلَيْنِ نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ اِمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ

وَسِيْلَتِنَا فِي الدَّارَيْنِ صَاحِبِ قَابَ قَوْسَيْنِ مَحْبُوْبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ

وَالْمَغْرِبَيْنِ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مَوْلَانَا وَمَوْلَى الثَّقَلَيْنِ اَبِي الْقَاسِمِ

مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ نُوْرٍ مِّنْ نُوْرِ اللّٰهِ ؕ یَآ اَیُّھَا الْمُشْتَاقُوْنَ بِنُوْرِ جَمَالِہٖ

صَلُّوْا عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا

- যে ব্যক্তি চন্দ্র মাসের ১ম তারিখ থেকে চৌদ্দ তারিখ এর মধ্যবর্তী জুমার রাতে ইশার নামাযের পর ওযু সহকারে পবিত্র কাপড় পরিধান করে সুগন্ধি লাগিয়ে ১৭০বার এই দরূদ শরীফ পাঠ করে শয়ন করবে, আর এভাবে ১১টি রাত ধারাবাহিকতার সাথে (এভাবে) আমল করলে اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ হুযুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভে ধন্য হবে।
- শত্রু, অত্যাচারী, হিংসুক ও বাদশাহর অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং দুঃখ, দুশ্চিন্তা ও অভাব অনটন দূর হওয়ার জন্য ৪০ রাত ধারাবাহিক ভাবে ইশার নামাযের পর ৪১বার পাঠ করুন।
- আত্মার পবিত্রতার জন্য প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর ৬০বার, আসরের নামাযের পর ৩বার ও ইশার নামাযের পর ৩বার করে পাঠ করুন।
- রুজি রোজগারে বরকতের জন্য ফযরের নামাযের পর ৭বার করে নিয়মিত পাঠ করুন। (আমলে রযা, ২২ পৃষ্ঠা)

দরূদে মাহী

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْخَلَآئِقِ وَاَفْضَلِ
الْبَشَرِ وَشَفِيْعِ الْاُمَمِ يَوْمَ الْحَشْرِ وَالنَّشْرِ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ وَصَلِّ

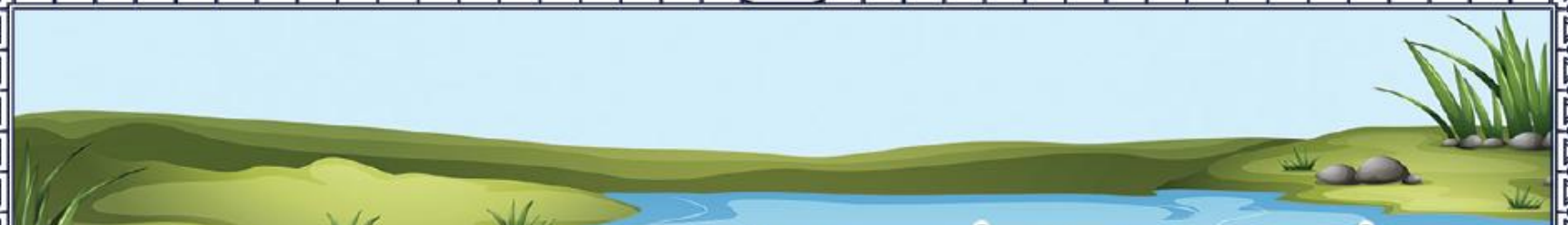

عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ وَصَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ
الْاَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَصَلِّ عَلٰى كُلِّ الْمَلٰٓئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ
وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا بِرَحْمَتِكَ
وَبِفَضْلِكَ وَبِكَرَمِكَ يَا اَكْرَمَ الْاَكْرَمِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ

الرَّاحِمِيْنَ يَا قَدِيْمُ يَا دَآئِمُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا وَتْرُ يَا اَحَدُ يَا صَمَدُ

يَا مَنْ لَّمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ بِرَحْمَتِكَ

يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تعالى عليه নদীর পার্শ্বে ওযু করছিলেন তখন একটি মাছ আসল আর ঐ মাছ এই দরূদ শরীফটি পাঠ করলো, ঐ বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تعالى عليه মাছকে জিজ্ঞাসা করলেন: এই দরূদ কোথা থেকে শিখেছো? মাছ উত্তরে বললো: একদা নদীর কিনারায় এক ফিরিশতাকে এই দরূদ পাঠ করতে শুনেছি এবং মুখস্থ করে নিয়েছি। ঐ দিন থেকে (এই দরূদের বরকতে) সকল বিপদাপদ থেকে নিরাপদ রয়েছি। (আমালে রযা, ১৩৮ পৃষ্ঠা)

ফয়যানে সুন্নাত
ফয়যানে রমযান

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: [illegible]

জে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: [illegible]

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিজামপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: [illegible]

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com

bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net